দৈনিক সংবাদ

084

তারিখ 23 MAR 1988
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

নটরডেম কলেজ : কিছু প্রশ্ন

নটরডেম কলেজ এমনই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাকে এদেশের প্রায় সবাই একটি আদর্শ বিদ্যাপীঠ হিসেবে জানেন।

কিন্তু এই পরিবেশে পড়া-লেখা করবার জন্য ছাত্রদেরকেও কম মাশুল দিতে হয় না। প্রথম বর্ষের জন্য মাসিক ১০০ টাকা ও দ্বিতীয় বর্ষের জন্য মাসিক ১০০ টাকা হিসেবে বেতন নেয়া হয়। এছাড়া দু'বার ভর্তির জন্য (১ম ও ২য় বর্ষে) মোটা-মুটি ২০০০/- টাকা প্রতি ছাত্রকে গুনতে হয়। মাসিক বেতন কাউকে মাফ করা হয় না। কলেজের ৬০% ছাত্র ঢাকা শহরের বাইরের। কলেজ হোষ্টেল না থাকায় এদেরকে মেসে অথবা অন্য কোন উপায়ে থাকতে হয়। এতে তাদের প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।

এরই মধ্যে কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্র-অভিভাবকদের (ছাত্রদেরই হাতে) কাছে একটি করে পত্র পাঠিয়েছেন, যাতে বলা হয়েছে '৮৭ সনে কলেজের ১ লাখ ২৩ হাজার টাকা বাজেট ঘাটতি হয়েছে এবং এটা পূরণের জন্য ছাত্রদেরকে ১৫০/- টাকা করে দিতে হবে।

আমি নটরডেম কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের একজন ছাত্র। আমি আমার অপারগতার কথা জানিয়ে আমার বাড়তি টাকা 'মওকুফ' করবার আবেদন জানিয়েছিলাম। কলেজ কর্তৃপক্ষ 'না' করে দিয়েছেন। আমার মত আর যারা আবেদন করেছিল তাদেরও একই অবস্থা হয়েছে।

পরিস্থিতিই বাধ্য করেছে কলেজের ব্যবসায়ী মনোবৃত্তিকে উন্মোচিত করতে।

[illegible] বর্তমান ছাত্রসংখ্যা (১২০০+১০০০) = ২২০০ যাদের কাছ থেকে প্রতি মাসে ৩,২০,০০০ টাকা নেয়া হয়। এছাড়া আরও যা দিতে হয়, তা উপরেই উল্লেখ করেছি। কলেজ কর্তৃপক্ষ উচ্চমূল্যে ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিক্রি করেন, অডিটরিয়াম ভাড়া দিয়ে বছরে বিপুল পরিমাণ অর্থ আয় করেন।

কলেজে শিক্ষক ৫০ জনেরও কম। তাদের বেতনের মাত্র ৩০% কলেজকে দিতে হয়।

এখন প্রশ্ন হলো :—

১। কেন এই বাজেট ঘাটতি?

২। কেন তা ছাত্রদেরকেই পূরণ করতে হবে?

৩। এক লাখ তেইশ হাজার টাকা ঘাটতি পূরণের জন্য কেন (২২০০x১৫০) = ৩,৩০,০০০ টাকা আদায় করা হবে?

আমরা মাননীয় বাংলাদেশ সরকারকে ঘটনার পূর্ণ তদন্ত সাপেক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানাচ্ছি।

জনৈক এইচ, এস, সি পরীক্ষার্থী
নটরডেম কলেজ।

TEACHER'S INDEX NUMBER
TEACHER'S NAME